খেম্‌টাওয়ালীদ্বয়ের নৃত্য করিতে করিতে

গীত।

সমীর মৃদুলে, দুলে দুলে দুলে,
ফুলে ফুলে অলি ভ্রমিছে সৈ।
প্রেম অনুরাগে, সাজিয়ে পরাগে,
সোহাগে মধুপ মজিল ঐ॥
নধর পল্লবে রূপের রাশি,
ফুল্ল অধরে ফুলের হাসি,
সুরভি গরবী দেখে অভিলাষী,
কুসুম জনম লৈ॥
ফুল্লমনে, কুসুমের সনে,
কুসুম হইয়ে রৈ।
রসের গুমরে, রসিক ভ্রমরে,
মজায়ে রাখি জনম সৈ॥

ভগবান। ইয়ে বোধড় হোচে। শড়া বাঙ্গাড শডাপ থাই-কিড়ি মতাড় হোচে। রামঃ রাম! ইয়ে জগড়নাথ মহা-প্রভু! এ শড়া বঙ্গাড়া দেশে আসিকিড়ি গোড় জ্বাতি গলা, ধরম গলা।

মদন। বগা আস্‌ছিস্, ক্যা মজা বাঃ, নিরত্য করি। বোদন রৈচে (উঠিয়া নৃত্য)

তর্কালঙ্কার। ছি বাবা! লোকে জাণ্তে পারে মাতাল বল্বে যে, বসে যাও (হস্তধারণ করিয়া) বস বস, ওরা নাচুক।

মদন। আঃ, ছাড়ান দাও, আমোদে বাধা দেন কিসের লাগিয়ে চলুক চলুক, নৃত্যগীত চলুক।

গীত।

সুখের প্রেম তাকেই বলে।
প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশায়ে
দুটী প্রাণে একটী হলে॥
যে যায় ভাল বাসে সখি,
সে তায় দেখে হয় লো সুখী,
মেঘ ডাকে ডাক্‌লে চাতকী,
চাতক সুখী মেঘের জলে॥
যে যায় দেখে প্রেমের চ'খে,
রূপের হাট সে তাতেই দেখে,
আত্মহারা প্রেম-পুলকে,
আপন সুখে আপনি চলে॥

খেম্‌টাওয়ালীদের সঙ্গে সঙ্গে মদনের নৃত্য।

তর্কালঙ্কার। তবে বাবা আমিও একটু নাচি [নৃত্য]।

মদন। বা! বা! খুড়, নাচ বাবা। বেড়ে মজা হৈয়েচে।

খোকা বাবু। (নেপথ্য হইতে নৃত্য করিতে করিতে জড়িত ও বিকৃত স্বরে) বা! বা! বা! বেড়ে হচ্চে! (দেওয়ানজীকে দেখিয়া) এই - ষ্টুপিট দেওয়ানজী! হাম্‌রা বাৎ ইয়াদ্‌ নেই হ্যায়? আচ্ছা, কুচ্‌ পরওয়া নাই, লে জাগা, দোনাকো হাম্‌ লে জাগা! (খেম্‌টা-ওয়ালীদ্বয়কে জড়াইয়া ধরিয়া) আও মেরা যানি।

মদন। তুই ব্যাটা দুইডারে লইয়ে যাবার চাস্‌ ক্যান? ছাড়ান দে। বেটা ন্যাশা কাইয়ে উচ্ছিন্নে যাইচে, ছাড়ান দে, ছাড়ান দে।

নর্ত্তকীদ্বয়কে লইয়া পিতাপুত্রে টানাটানি।

মদন। আবে বেটা ছাড়ান দে।

খোকা বাবু। নেই, তোম্‌ ছোড় দেও।

মদন। ছাড়ান দিব ক্যাঁন্‌? বানা দিয়া আনাইচি আমি, টাহা দিব আমি, ছাড়ান্‌ দিবার কস্‌ কিসের লাগিয়ে? ব্যাটা দর্ম্মের মাথা কাইবার লাগ্‌ছে। মাথায় বজ্রাগাত হৈবে।

খোকা। ছোড়েগা নেই, তবে দেখ, কার মাথায় বজ্রাঘাত হয়, (সম্মুখস্থ ঘট লইয়া মদন বাবুর মস্তকে প্রহার ও রক্তপাত এবং মদনের পতন)।

তর্কালঙ্কার। বেড়ে বোধন! বোধনেই বলিদান, বিসর্জ্জন সব সারা। আমি গরীব, ও গজকচ্ছপীর মধ্যে প'ড়ে মারা যাই কেন। (বেদেনীর প্রতি) বেদেনী এস, চাঁদ!

তোমাকে নিয়েই সরে পড়ি। গোব্রাহ্মণ বিরলে শুচি।
(বেদেনীকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

খোকা বাবু। বা, বুড়ো বামুন বেটাও যে বেশ রাগিয়েছে। ওটাকেও হাত ছাড়া করা হবে না। (বেদেনীর হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক) এস বাবা! সব বোধন কর্‌ব।

তর্কালঙ্কার। বাবা! দোহাই তোমার, ব্রহ্মস্ব হরণ করো না, ছেড়ে দাও, আশীর্ব্বাদ কর্‌ব চিরজীবি হবে। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ত্রিরাত্রে ফল্‌বে। তোমাদের বোধনের জন্যে ত দিব্য জোড়া ঘটস্থাপন করে দিয়েছি, বাপ্‌-বেটায় ভাগ ক'রে নাও গে। এ গরীবের ভাঙ্গা ফুটার উপর আর লোভ কেন বাবা? আমি তোমার কুল-পুরোহিত, ইনি তোমার পুরোহিত পত্নী—মাতৃ-তুল্য। শাস্ত্রে লিখেছে "আদৌ মাতা গুরুপত্নী—"

খোকা বাবু। রেখে দে তোর গুরুপত্নী। নেই ছোড়েগা, তোম্ ছোড় দেও। (তর্কালঙ্কারের মস্তকে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত)

তর্কালঙ্কার। (ভূতলে পতিত হইয়া বমন করিতে করিতে জড়িত ও ক্ষীণস্বরে) আদৌ মাতা—গুরুপত্নী—ব্রাহ্মণী—গাভী—ধাত্রী (পুনর্ব্বার বমন) কে বাবা, আমার বেদেনী! বেদে হ'ল তার দোষ কি বাবা! স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি! এস চাঁদ আমরা বিরলে যাই (টলিতে টলিতে উঠিয়া) কৈ! শুয়োটা মাতাল নিয়ে পালিয়েছে বুঝি! সব হাতছাড়া হ'ল, বেশ বোধন কর্‌লাম, দক্ষিণাও উত্তম

মধ্যম মন্দ হয় নাই; যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল। (দেওয়ানকে দেখিয়া) দেওয়ানজী মশায়! ব্রহ্মণ্যদেবের দিব্য, প্রকাশ ক'রো না বাবা! এই নাকে খৎ, কাণে খৎ, দণ্ডবৎ, কাল প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব, এমন কাজ আর কোন্ অব্রাহ্মণে করে! এখন ডাবটা নিয়ে সরে পড়ি।

প্রস্থান।

মদন বাবু। (অচেতন অবস্থায় বমন করিতে করিতে) রূপং দেহি, ধনং দেহি, ভাগ্যং ভগবতী দেহিমে।

দেওয়ান। আহা! বাবু আমার পড়ে পড়েও প্রার্থনা কর্‌ছেন; বল—গুঁতং দেহি, জুতং দেহি আর মুখে কুকুরে মুতং দেহি। আহা! এক বোধনেই সব হ'ল। বাহাম দাঙ্গা, রক্তগঙ্গা, হাত কাড়াকাড়ি, মদ ছড়াছড়ি, ডাব গড়াগড়ি, যেমন আয়োজন, তেমনি বিসর্জ্জন। (ভগবানের প্রতি) যারে ভগা, লাশ নিয়ে তোষাখানায় ফেল্‌গে, আমি চল্লাম। এঁরাই আবার সমাজের নেতা, দেশের মাথা, হা ভগবান!

প্রস্থান।

সমাপ্ত।

যাগ-সর্ব্বস্ব

বা

পিণ্ড-দান।

প্রহসন।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা ;

১৪।৭ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, দরজীপাড়া,

"সমুন্নত-সাহিত্য-প্রকাশ কার্য্যালয়" হইতে

বসাক এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রণয়োপহার।

মিত্রবর

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদ কুমার মুখোপাধ্যায়

ও

শশীলাল দাস।

সুহৃদ্দ্বয় কর-কমলেষু।

ভাই প্রসাদ, শশী।

আশৈশব অকপট প্রণয়ের একমাত্র নিদর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র প্রহসন খানি তোমাদের সুকোমল করকমলে অর্পণ করিলাম, এক্ষণে ইহা তোমাদের নিকট সাদরে গৃহীত হইলেই আমি কৃতার্থম্মন্য হইব, ও আমার সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

সন ১২৮৮ সাল। }
দক্ষিণেশ্বর। }

তোমাদেরই চিরসুহৃদ
হরিপদ।

প্রহসনোল্লিখিত

পুরুষগণ।

নিত্যানন্দ গোস্বামী	...	একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ।
বিনয় বন্দ্যো	...	উহার প্রতিবাসী।

অঙ্গনাগণ।

বিনোদিনী	...	নিত্যানন্দের সহধর্ম্মিণী।
পিসি	...	নিত্যানন্দের পিসি।

মাগ-সর্ব্বস্ব

বা

পিণ্ড-দান।

প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

(নিত্যানন্দ গোস্বামী ও তৎপার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী বিনোদিনী পর্য্যঙ্কোপরি একত্রে উপবেশন।)

নি। তা না হ'লে, বিনোদিনি আমার নাম নিত্যানন্দ, আমি আজ নিরানন্দে বসে থাকি? ওকথা শুনে অবধি আমার অন্তরে অত্যন্ত ক্রোধেরও উদ্রেক হয়েছে।

বি। তা ব'লে আমার উপর বৃথা অভিমান কল্লে কি হবে? আমি তো তোমার নিকট কোন অপরাধের অপরাধিনী নই? (ক্ষণেক পরে) আর বাবা এতই কি গুরুতর কটুবাক্য বলেছেন, যাতে তোমার এত অধিক রাগ হয়েছে?

নি। বিনোদিনি! ও কথা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছো? তিনি এমনই কি প্রিয়তর মধুবাক্য বলেছেন? তিনি যখন আমাকে হারামজাদা, পাজি, নচ্ছার, বলেছেন, তখন আর বল্‌তে বাকি করেছেন কি? তোমরা স্ত্রীজাতি, হারামজাৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ জাননা ব'লেই ও কথাটা তত গুরুতর ব'লে জ্ঞান কর না।

বি। আমার অর্থ জান্‌বার আবশ্যক নাই; তবে একটা কথা বল্‌ছিলাম কি যে, অপরের মুখে শোনা বৈত নয়? তুমিত তাঁর স্বকর্ণে শোন নাই? তাকে এত রাগ করা উচিত নয়; লোক নিজে কতকটা গড়েও বল্‌তে পারে।

নি। কি! মাতি বানিয়ে বল্‌বে? তার এতদূর ভরসা হবে?—একথা বিশ্বাসের যোগ্য নহে। তিনি আবার বলেছেন যে, সেখানে থাক্‌বারই বা আবশ্যক কি? সেখানে তো কেউ নাই; সেখানকার যা কিছু আছে সব বেচে কিনে এখানে এসে বাস কল্লেই হয়; এ সব কথা কি মাতি বল্‌তে পারে? কতদূর কথাটা দেখ দেখি, বাপ চৌদ্দপুরুষের ভিটে খুইয়ে শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে বাস কর্‌বো? তা হ'লে লোকালয়ে মুখ দেখাব কেমন করে? কতদূর আস্পর্দ্ধার কথা? কি বল্‌বো যে শ্বশুর পিতার তুল্য—

বি। তুমি কেবল রাগই কর কেন? আমার কথা শোন না। তুমি যদি ফের রাগ কর্‌বে, তা হলে আমি তোমার সামনে আত্মঘাতিনী হ'য়ে মর্‌বো।

নি। (চমকিত হইয়া) এঁ্যা! এঁ্যা! বিনোদিনি! তুমি আত্মঘাতিনী হবে? [বলিয়া হঠাৎ পালঙ্ক হইতে উঠিয়া

চরণ-ধারণ-পূর্ব্বক] আমার মাথা খাও, তোমার পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, ও নির্ঘাত-কথা আর আমার সমক্ষে ব'ল না ; তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্য কর্‌ছি, আর যদি আমি রাগ করি, তা হ'লে আমার চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে। এখন তুমি কি বল্‌বো বল্‌ছিলে বল।

বি। তিনি যে সেখানে গিয়ে থাক্‌তে বলেছেন, তার কারণ এই যে, আমার বাপ্‌মায়ের আমিই একমাত্র কন্যা, আমাকে তাঁরা দিবানিশি দেখ্‌তে পান, এই তাঁদের একান্ত ইচ্ছা।

নি। তবে আমাকে কেন, তোমাকে যাবার কথা বল্লেই তো হতো? একথা বল্‌বার কি আবশ্যক ছিল?

বি। সত্য! কিন্তু তাঁরা এ বেশ জানেন যে, তোমাকে আমি আন্তরিক ভালবাসি ;—তোমাতে আমাতে হরি হর আত্মা। তুমি সেখানে না গেলে আমি যাব কেন?

নি। এঁ্যা! এঁ্যা! কি বল্লে? বিনোদিনি! [গালে হাত দিয়া] তুমি আমাকে ভালবাস? সত্য বল্‌ছো, প্রাণের সহিত ভালবাস?

বি। বাসিনা?

নি। কিন্তু তাঁরা কেমন করে জান্‌লেন?

বি। কেবল তাঁরা কেন? তোমার আমার প্রণয় জগৎ শুদ্ধ লোকে জেনেছেন। আর যদিও কেউ জান্‌তে বাকি থাকেন, তারাও পরে জান্‌তে পার্‌বেন? তা না হ'লে আমার বাপের এতটা ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে এখানে এই সামান্য কাঁচের চুড়ি (চুড়ি দেখাইয়া) সোণার চুড়ি ব'লে পরে আছি ;—এই বিলাতি সাড়ী আমার এখন বারাণসীসাড়ী অপেক্ষাও আদরণীয়।

নি। বিনোদিনি! আর অধিক বল্‌তে হবে না। প্রকৃত সাধ্বী সতীদের লক্ষণই এই সকল। (কুণ্ঠিত হইয়া) আমি যে না বুঝ্‌তে পেরে তোমার বাপের উপর রাগ করেছি, তার জন্য তুমি কিছু মনে কবোনা। তোমার হাতে ধ'রে বল্‌ছি, তার জন্য আমার অপরাধ গ্রহণ ক'র না; অতি শীঘ্রই তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিচ্চি। (বলিয়া বিমর্ষ-বদনে নত শিরে অবস্থিতি)।

বি। কাঁদ্‌ছো না কি? তবে আমার সেখানে গিয়ে কাজ নাই।

নি। বিনোদিনি! তুমি আমার হৃৎ-পিঞ্জরের একমাত্র পাখী। তুমি উড়ে গেলে যে আমি ক্রন্দন দূরে থাক্, প্রাণ-ত্যাগ কর্‌বো, তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু!—

বি। কিন্তু বলেই যে চুপ্ কল্লে? এই বল্‌বো মনে কর্চ্চ যে, পোষ মেনেছ আর যাবে কোথায়? তা বাস্তবিক, এ পিঞ্জর থাক্‌তে (দেহ দেখাইয়া) আর কোথাও যাবার যো নাই; তবে এর ভিতরেই যা ফুর্ ফুর্ কর্‌তে পারি।

নি। না বিনোদিনি! তুমি উপহাস কচ্চ; কিন্তু আমি ভাব্‌ছিলাম যে কল্য বাদে পরশ্ব দিবসে গেলে হবে না? কেন না আমিও পরশ্বদিবসে প্রবাসযাত্রা কর্‌বো। তোমাকে অমনি ওখানে রেখে যাব।

বি। তা হবে না আমাকে নিয়েযেতে হবে; আমি তোমার সঙ্গে এবার প্রবাসে যাব।

নি। বিনোদিনি! ও উপরোধ আমাকে ক'র না;—ও উপরোধ থাক্‌বে না। আমি এখন কোথায় থাকি, কোথায় যাই, তার ত কিছুই স্থিরতা নাই; তুমি আমার সঙ্গে কোথায় ঘুর্‌বে?

আর তোমরা স্ত্রীজাতি, দেশভ্রমণে তোমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে, মহাবিপদ ঘটবার সম্ভাবনা; শাস্ত্রে লেখা আছে "পথে নারী বিবর্জ্জিতা"।

বি। (স্বগতঃ) না!—আর অধিক উপরোধ ক'রে কাষ নাই; তা'হলে আবার যাবে না, তা'হলে আমাকে চিরকাল মুখ ফুর্ করে উড়্তে হবে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা আমি তবে এখানে থাক্বো তুমি যাও।

নি। বিনোদিনি! আমারও অভিপ্রায় তাই যে তুমি এখানে থাক; আমি আবার অল্পদিনের মধ্যেই ফিরে আস্বো। আর তুমি যদি এখানে না থাক, তাহ'লে এ সকল জিনিষপত্র আর একটীও পাওয়া যাবে না। (গৃহের দ্রব্য সকল দেখাইয়া দেওয়া)। সেবার কেমন তাল্পাতার বাক্সটা এনেছিলাম—ওটাকে যত্ন করো, নচেৎ নষ্ট হ'বে যাবে। আর আমি বিনয়কে যাবার সময় ভাল ক'রে বলে যাব, সে তোমাদের প্রত্যহ তত্ত্ব নেবে এবং পিসিমাকেও বলে যাব তোমায় ভাল ক'রে যত্ন কর্বেন।

বি। (সহাস্যে) আমি আর তোমার তালপাতার বাক্স নই যে যত্ন না কর্লে নষ্ট হ'য়ে যাব; তবে বিনয় ঠাকুরপোকে ভাল ক'রে বলেযেও, যেন প্রত্যহ আমার তত্ত্ব লয়। আর তুমি যেখানে থাক্বে, যেন প্রতি সপ্তাহে একখানা পত্র পাই।

নি। তা তোমাকে বল্তে হবে না বিনোদিনি। আমি যে তোমাকে ছেড়ে যাচ্চি, কেবল এ দিকে টানাটানি বোলেই;—নচেৎ (বিকটস্বরে গীত)।

(চিবুক ধারণ-পূর্ব্বক।)

হেন নিধি ফেলে কেউ কোথা যেতে পারে!
আমি তো পারিনা তবে, যে পারে সে পারে;—
তবে বিনোদিনী পিসিমাকে আর কি ব'লে যাবো?

বি। ওঁকে বলা না বলা সমান।

নি। তবে আমায় বিদায় দাও?

বি। একান্তই আমাকে ছেড়ে যাবে?

[পরস্পরের কাঁধ ধরিয়া নিত্যানন্দের গীত গাইতে গাইতে ও নাচিতে নাচিতে প্রস্থান]।

(গীত।)

সাধ করে কি তোমায় ছেড়ে
আমি যাচ্চি বিনোদিনি,
ঘরে নাইকো লক্ষ্মীর মূর্ত্তি;
সব দিকে টানাটানি।

ঐক্যতান বাদন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিনয়ের বৈঠক খানা।

(চতুষ্পার্শ্বে কাগজ কলম ছড়ান, বিনয়।
একাকী আসীন।)

বি। [স্বগতঃ] "কারে বাসনা বাস--করিতে আঁধারে ?" কেন ? এ কথার কি অর্থ হয় না ! সেদিন এন্ ব্যানর্জ্জি মহাশয় বল্লেন যে, ব্ল্যাঙ্ক্ ভার্স অমন করে বসে না, এমনভাবে বসা উচিত, যাতে সকলে অর্থ বুঝ্‌তে পারে। তিনি বল্লেন কিনা "কারে বাসনা—বাস করিতে আঁধারে" আমি তো সে সব বুঝিনা, খুব চেঁচিয়ে বল্‌বো, যা মনে আস্‌বে তাই বল্‌বো, সকলে এক্‌নেলেণ্ট্ দেবে।

(ইত্যবসরে নিত্যানন্দ গোস্বামীর প্রবেশ।)

বি। (কাগজ কলম সরাইয়া) আসুন গোসাই দাদা। ভাল আছেন, কতদূর যাওয়া হয়েছিল ? হাতে ব্যাগরয়েছে যে ?

নি। আর কোথাও যাই নাই, তোমার নিকটেই এসেছি।

বি। তবে কি মনে ক'রে আসা হয়েছে ? বাড়ীর সমস্ত কুশল ?

নি। হ্যাঁ ভাই! সম্প্রতি সমস্ত কুশল। এখন তুমি ভাল আছ? তোমার রঙ্গালয় কেমন চল্‌চে? বেশ সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হচ্চে?

বি। আজ্ঞা হ্যাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে এখন ভাল আছি; থিয়েটার এক রকম চল্‌ছে। এখন কি মনে ক'রে আসা হয়েছে?

নি। বল্‌ছিলাম কি জান বিনয়! তোমাকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করে থাকি। ভাই! তজ্জন্য একটী গুরুতর কার্য্যের ভার সমর্পণ কর্‌তে এসেছি।

বি। কি বলুন?

নি। এমন কিছু নয়; আমি প্রবাস-যাত্রা কর্‌বো, তোমাকে আমার বাটীর সমস্ত ভার নিতে হবে।

বি। (স্বগতঃ) তাত আমি জানি যে, তোমার প্রবাস না হ'লে আমার সুখবাস হবে না। আর এজন্য যে তুমি আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা কর্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? যখন আমি তোমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারের পথ পরিষ্কার কচ্চি।

নি। তবে বিনয় চুপ্ করে রইলে যে? অসম্মত হচ্চ না কি?

বি। আজ্ঞা না—আপনি যখন অনুমতি কচ্চেন, তখন এ বিষয়ে অসম্মত হ'তে পারি? তবে বল্‌ছিলাম কি, কি কর্ত্তে হবে বলুন?

নি। আর কি কত্তে হবে, ভাই! ওদের যেন না কোন বিষয়ে কষ্ট হয়। আর আমি যে সকল পত্র তোমাকে পাঠাব, সেই সকল পাঠ ক'রে ওদের বুঝিয়ে বল্‌বে কেমন থাকি, কোথায় থাকি। আর তোমার-বৌ দিদির অসুখ বিসুখ হ'লে

চিকিৎসা করাবে। অধিক কি বল্‌বো, আজ অবধি তুমিই ও বাড়ীর একমাত্র কর্ত্তা হ'লে।

বি। (স্বগতঃ) সে কথা আপনাকে ব'লে কষ্ট পেতে হবে না। আজ অবধি কেন, অনেক দিন অবধিই হয়েছি। (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞা! আমি বিশেষরূপে সাবধান রব। আপনি কবে যাবেন?

নি। আমি ভাই, আজই যাবো। যাত্রা ক'রে বেরিয়েছি; কেবল তোমাকে এই সব বল্‌বো বলেই এখনও অপেক্ষা ক'রে আছি, তিনটার গাড়ীতে যাবো।

বি। তবে আর আপনি বিলম্ব কর্‌বেন না; তিনটা বাজ্‌তে আর বিলম্ব নাই।

নি। তবে আমি চল্লুম; কিন্তু তোমাকে যা ব'লে গেলুম, এব যেন অন্যথা না হয়—ভাই?

[প্রস্থান।

বি। আজ্ঞা না; এজন্য কিছুমাত্র চিন্তা কর্‌বেন না। (স্বগতঃ) অন্যথা হবে! (বিস্ময়ের সহিত) আমি বিনোদিনীর কার্য্যে অবহেলা কর্‌তে পারি! (কিয়ৎক্ষণ পরে)।

এ দাসের প্রতি—

বিধি বুঝি সুপ্রসন্ন হয়েছেন পুনঃ—

বাঃ—একটারের মুখ অমনি এক চরণ ব্ল্যাঙ্কভার্স হয়ে গেল। যাই এইবার গোঁসাই-কুল উদ্ধারের চেষ্টা দেখিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিত্যানন্দ গোস্বামীর গৃহ।

(বিনোদিনী আসীনা।)

বি। (স্বগতঃ) বিনয় কি এখনও জান্‌তে পারেনি যে মামদো এখানে নাই ? কেন! বিনয়কে না যাবার সময় বলে যাবে বলেছিল ? তবে বোধ হয় জেনেছে; সে যে থিয়েটারে মেতেছে, তার জন্য আর এখানে আস্‌বার অবসর নাই।

(নেপথ্যে বিনয় আসিয়া দ্বারে করাঘাত ও বিন! বিন! করিয়া বিনোদিনীকে আহ্বান।)

বি। (স্বগতঃ) এইবার বুঝি বিনয় এসেছে। (প্রকাশ্যে) ফিরে দেখ, আজ বাড়ন্ত।

বি। অবশ্য, প্রবাসে যখন প্রাণকান্ত।

বি। (উঠিয়া দ্বার উদ্ঘাটন-করতঃ বিনয়ের দাড়িতে হাত দিয়া) এ দাসী তোমারই একান্ত।

বিনয়। এই যে বিন্! বেশ্ এক্ট্ করতে পার.।

বি। কিসে জান্‌লে ?

বিনয়। কেন বেশ উত্তর দিয়েছ।

বি। অনেক দিন থিয়েটার দেখা হয় নি, চল আজ তোমার থিয়েটার দেখে আসি।

বিনয়। তা চল না।

বি। হ্যাঁ বিনয়! এ দিনুদের কোন খপর পেয়েছ?

বিনয়। কৈ না! আজ প্রায় পাঁচ ছয় দিন হ'তে গেল, এক খানাও পত্র পাই না; তাই ভাব্‌ছি টব্‌টবে গ'লে গেল নাকি?

বি। (হাসিতে হাসিতে) না—সে গল্‌বার নয়, সে যে দর্‌কচা মেরে গেছে।

বিনয়। তবে থিয়েটার দেখ্‌তে যাবে ত চল, রাত্রি হ'য়েছে।

বি। যাব না?

বিনয়। তবে পোষাক পর—ষ্টকিং পর, একটা টুপি, গলাবন্ধক দাও। একটা গরম জামা গায়ে দাও,—নচেৎ বড় শীত করবে।

বি। তা পর্‌ছি (বলিয়া পরিধান করিতে করিতে) আজ কিসের পালা হবে বিনয়?

বিনয়। তা বেশ্; আজকে রুক্মিণী হরণ হবে।

বি। তবে আমি রুক্মিণী সাজ্‌বো, আর তুমি আমাকে হরণ করবে।

বিনয়। তা আর সাজ্‌তে হবে কেন? এই সাজাতেই আমি হরণ কর্‌বো।

বি। এ যে মেয়ে রুক্মিণী হবে, এ পোষাকে হবে না।

বিনয়। কেন? আমিও সাহেব কৃষ্ণ আছি; আমিও এমনি ক'রে হরণ কর্‌বো (বলিয়া আঁচল ধরিয়া টানা)।

বি। (আঁচল লইয়া) ও কি কর বিনয়?

বিনয়। কেন এ বেশ হল না? রুক্মিণী-হরণ কর্‌তে গিয়ে বস্ত্র-হরণও হচ্ছিল। আর একবার রিহার্সাল দেওয়াও হল; সেখানে আর রিহার্সাল দিতে হবে না।

বি। (পোষাক পরিয়া) তবে যাবেত চল।

বিনয়। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ঐক্যতান বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক।

—০ঃ*ঃ০—

(নিত্যানন্দের গৃহ, পিসিমা আসীনা।)

পি। (স্বগতঃ) আমি নিজে না খেয়ে না প'রে নিত্যানন্দকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলুম, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রবাস যাবার সময় একবার বলেও গেল না। আমি মরি নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ ক'রে; কিন্তু সে একবার ভুলেও আমার নাম করে না। তারই বা দোষ দেবো কি? সকলই কালের ধর্ম্ম।

(ইতিমধ্যে বিনোদিনীর প্রবেশ।)

বি। [স্বগতঃ] আ'মর্ এ মাগী আপনাআপনি বকে কি? একেত ভীমরতি হয়েছে, আবার পাগ্‌লী হ'ল নাকি?

আরে বুড়ী তুই যদি সত্য সত্যই ওই নাম ক'রে মরিস্, তা হ'লে তুই নিজেই পরকালের কায করবি, তা আবার কাকে বল্‌ছিস্; (প্রকাশ্যে) পিসিমা! এখনও সেখানে যাও নি, একবার যাও না, অনেক দিন হ'ল কোন খপর না পাওয়াতে প্রাণটা কেমন কচ্চে।

পি। আর বাছার দেরি সয় না; যখন গেছ্‌লো তখন কি আমায় ব'লে গেছ্‌লো? (ক্ষুন্নমনা হইয়া) আঃ! যাই; একে সন্ধ্যা হয়েছে, কারও ঘাড়ের উপর প'ড়ে প্রাণটা যাবে আর কি।

বি। (স্বগতঃ) কই মর কই? তাহলে ত আপদ্ যায় (এমন সময় বিনয়কে দেখিয়া) পিসিমা! আর যেতে হবে না, এই এসেছেন। (বিনয়ের প্রতি) এই যে বিলাতের দোফলা কৃষ্ণ।

বিনয়। তুমি কি তবে ভারতের কলুমে রুক্মিণী?

বি। আমার ভাই কলুম দেখ্‌লে কোথা?

বিনয়। যোড়-কলম খুলে লওয়া হ'য়েছে।

পি। হ্যাঁ! বাবা বিনয় এসেছ? আমার নিত্যানন্দের কোন খপর পেয়েছ?

বিনয়। আজ্ঞা হ্যাঁ! তিনি ভাল আছেন।

পি। আঃ! বাঁচলুম, শুনেও তবু কতকটা প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল। হ্যাঁ বাবা! আমার কথা কিছু লিখেছে কি?

বিনয়। কৈ না তাত কিছু লেখেন নি।

পি। এ হতভাগিনীর কথা লিখ্‌বে কেন? যাই শুইগে (বলিয়া যাইতে যাইতে) আমার কথা লিখুন বা নাই লিখুন, তিনি যেখানে থাকুন, সুখে থাকেন যেন।

[প্রস্থান।]

বিনয়। সেদিন কেমন থিয়েটার দেখ্‌লে বিনু?

বি। বেশ্‌। আমি এবার অবধি থিয়েটারে সাজ্‌বো।

বিনয়। তুমি কেমন করে প্লে কর্‌বে? তুমি না পার এক্ট কর্‌তে, না পার নাচ্‌তে না পার গাইতে।

বি। কেন? তুমি নিজেই সে দিন বলেছিলে যে, বিনু তুমি বেশ এক্ট কর্‌তে পার; তা নাচ গাওনা শিখালেই শিখ্‌তে পারি।

বিনয়। তার আবার কত আস্‌বাব চাই।

বি। আস্‌বাব পরে হবে; আপাততঃ আজকে তুমি শিখাও, পারি কিনা দেখি।

বিনয়। তবে একান্তই শিখ্‌বে? নাচউলিদের মত কাপড় পর।

বি। (তথাকরণ ও বিনয়কে একটী পান প্রদান)

বিনয়। আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও।

(পরস্পরের হস্তধারণ ও নৃত্য করিতে করিতে)

গীত।

বিনয়। তুমি আমার মস্তকের মণি।
আমি তোমার, তুমি আমার ও বিনোদিনী।
যাবজ্জীবন রেখো মনে,
এ গোলাম তব চরণে,
কেনা রইল বিনা মূল্যে ও চাঁদ-বদনী।